তারিখ 09 SEP 2017
পৃষ্ঠা [illegible] কলাম [illegible]

সংবাদ

বাউফলে নারী প্রধান শিক্ষককে নিয়মবহির্ভূত বদলি!

প্রতিনিধি, বাউফল (পটুয়াখালী)

কোনো কারণ ছাড়াই বদলি নীতিমালা উপেক্ষা করে সাত মাসের মাথায় পটুয়াখালীর বাউফল উপজেলার পশ্চিম বাউফল নুরিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একজন দক্ষ নারী প্রধান শিক্ষককে হয়রানিমূলক বদলি করা হচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। ইতোমধ্যে বদলির সব কার্যক্রম শেষ করেছে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর। যে কোনো মুহূর্তে বদলির আদেশ হাতে পেয়ে যাবেন ওই প্রধান শিক্ষক।

গত বুধবার প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। তবে বদলির কারণ জানা যায়নি।

ওই শিক্ষকের নাম সারমিন সুলতানা শামিমা। ২০১০ সালের ২০ সেপ্টেম্বর তিনি প্রধান শিক্ষক হন। তিনি চলতি বছরের ২৩ জানুয়ারি ওই বিদ্যালয়ে বদলি নীতিমালা অনুযায়ি প্রধান শিক্ষকের শূন্যপদে যোগদান করেন। বদলির নতুন নির্দেশনা বাস্তবায়িত হলে এ শিক্ষকের সাত বছরের চাকরি জীবনে এটি হবে হয়রানিমূলক তৃতীয় বদলির ঘটনা। এছাড়াও আরও দুটি বদলির প্রস্তাব শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের প্রতিবাদের মুখে এবং হাইকোর্টে রিট করার কারণে বাতিল হয়েছে।

সর্বশেষ বদলি নীতিমালা অনুযায়ী বদলির এক বছর অতিক্রান্ত না হলে কোনো শিক্ষক পুনঃবদলির জন্য বিবেচিত হবেন না। কিন্তু প্রধান শিক্ষক সারমিন সুলতানা শামিমার বেলায় বদলি নীতিমালাকে উপেক্ষা করে সাত মাসের মাথায় ফের হয়রানিমূলক বদলি করা হচ্ছে।

কোনো কারণ ছাড়া বছরের শেষ সময়ে একজন দক্ষ প্রধান শিক্ষককে বদলির খবরে শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যরা ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

ক্ষমতাসীন দলের এক নেতা প্রভাব বিস্তার করে বদলি নীতিমালা উপেক্ষা করে আক্রোশ ও হয়রানিমূলক এই বদলি করাচ্ছেন বলে অভিযোগ করেছেন প্রধান শিক্ষক সারমিন সুলতানা শামিমা।

ওই প্রধান শিক্ষক বলেন, দীর্ঘ কয়েক বছর ওই নেতার রোষানলে তিনি ও তার পরিবার। কেন রোষানলে? এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, আমার স্বামী একজন সাংবাদিক। বিভিন্ন সময় ওই নেতার অনিয়মের অসংখ্য সংবাদ প্রকাশ করায় তিনি আমার স্বামীর ওপর ক্ষুব্ধ হন। আমার স্বামীর বিরুদ্ধে গণধর্ষণ, ছিনতাই, চাঁদাবাজি ও মারামারির পাঁচটি মিথ্যা মামলা দিয়ে হয়রানি করা হয়। সব মামলায় আদালত আমার স্বামীকে বেকসুর খালাস প্রদান করেন। এছাড়াও আমার স্বামীকে শিক্ষকতার চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে। পাশাপাশি আমাকেও হয়রানি করা হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, আমার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ থাকলে তা তদন্ত করে সত্যতা পেলে হলে চাকরিচ্যুত করা হউক। কিন্তু হয়রানিমূলক বদলি করা থেকে পরিত্রান চাই। কারণ আমার পরিবারে সত্তরোর্ধ্ব শ্বশুর-শাশুড়ি ও দুটি শিশু সন্তান রয়েছে। তাদের নিয়ে সুখে-শান্তিতে বাচতে চাই।

পশ্চিম বাউফল নুরিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য ও বাউফল পৌরসভার তিন নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর আবদুল লতিফ খান বলেন, 'এই প্রধান শিক্ষক যোগদানের পর নিস্তেজ বিদ্যালয়টি প্রাণ ফিরে পেতে শুরু করে। শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টি হয় ও শিক্ষার্থী সংখ্যাও বৃদ্ধি পেতে থাকে। প্রধান শিক্ষকের বিদ্যালয় পরিচালনা কার্যক্রমে ব্যবস্থাপনা কমিটিসহ এলাকাবাসী সন্তোষ্ট।'

ব্যবস্থাপনা কমিটির নারী সদস্য মোসা. ফরিদা বেগম ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, 'শুনতে পারলাম তাকে (প্রধান শিক্ষক) নাকি তার স্বামীর কারণে বদলি করা হবে। যা খুবই দুঃখজনক। এ রকম একজন দক্ষ প্রধান শিক্ষক এই বিদ্যালয়ে আসায় আমাদের এখন আর ছেলেমেয়েদের শিক্ষা নিয়ে ভাবা লাগে না।' অভিন্নভাবে বলেন বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি কাজী রুহুল আমিন ও সদস্য মো. রফিকুল ইসলাম।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক অভিভাবক বলেন, 'কারো বিরুদ্ধে পত্রিকায় লিখলে অপরাধ হয়ে যাবে? এ কারণে সাংবাদিকের নিরাপরাধ স্ত্রীকে হয়রানি করা ঠিক নয়।'

বাউফল উপজেলা শিক্ষা কমিটির সভাপতি ও উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মো. মজিবুর রহমান বলেন, 'গত ২২ আগস্ট প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে গিয়ে জানতে পারি প্রভাবশালী এক নেতা নিয়মিত তদবির করে বদলি করিয়েছেন। একজন নারী শিক্ষককে এভাবে হয়রানি করা খুবই দুঃখজনক।'

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের একজন পরিচালক বলেন, 'কোনো শোকজ না করে, কোনো অভিযোগের তদন্ত না করে আত্মপক্ষ সমর্থনের কোনো সুযোগ না দিয়ে বিনা অপরাধে একজন নারী প্রধান শিক্ষককে বদলি করা হচ্ছে। এটা খুবই কষ্টের এবং দুঃখজনক ঘটনা।